তথ্য মানে স্বচ্ছতা, জনগণের ক্ষমতা

তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

২১-২২ জুন ২০০৯

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি ১০, রোড ১, ব্লক এফ, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৮৮২৪৩০৯, ৮৮১১১৬১, ৯৮৯৩৯১০,ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৮১০১৬২, ওয়েব : www.manusher.org

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

আমি প্রথমেই তথ্য অধিকার ফোরামকে অভিনন্দন জানাই এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আয়োজন করার জন্য। আমি স্বাগত জানাই সেইসব বিদেশী অতিথিদের যাঁরা তাদের দেশের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য বাংলাদেশে এসেছেন। আমরা বিশ্বাস করি একটি দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গঠনে এবং জনগণের কল্যাণে প্রয়োজনীয় তথ্য সুলভ করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। আর এই কাজ বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন এবং স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আপনারা জানেন যে, আমাদের সরকার ২৯ মার্চ, ২০০৯ সালে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইনটি পাস করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। আমরা সবেমাত্র এই আইনটি পাস করেছি এবং এখন এটি বাস্তবায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমি এর আগেও অনেকবার বলেছি যে, আমাদের প্রধান শত্রু দারিদ্র্য এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য দারিদ্র্য নিরসনের একটি বড় পূর্বশর্ত। আমি দেখতে চাই এই আইন দারিদ্র্য এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আইনটি কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর– যেমন প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও দরিদ্র মানুষের চাহিদার কথা বিবেচনা করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তথ্যদাতা ও গ্রহীতাদের উচিৎ হবে তথ্য দেয়া ও নেয়ার জন্য একটি সহজ উপায় বের করা।

আইনটি এখন প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ধীরে ধীরে এটি আরো উন্নত ও বাস্তবভিত্তিক হবে। যাহোক, আমি সবার কাছে অনুরোধ জানাবো যে তারা যেন এই আইনটি দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করে এবং তথ্যদাতা ব্যক্তিটি কোন হয়রানির শিকার না হন। আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে এই আইনটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে সময় লাগবে এবং বাস্তবায়নের কাজটি করতে আমি জনগণের সহায়তা কামনা করছি।

আমি মনে করি, বিশ্বের বুকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সহায়তা করবে এই আইনটি।

আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের এবং সেই সাথে এখানে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে। আমি সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে গত ২৯ মার্চ, ২০০৯। নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম কর্মী, শিক্ষাবিদ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারাবাহিক ও সোচ্চার অ্যাডভোকেসি এবং বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের ফলে এরকম একটি আইন আমরা পেয়েছি।

জনগণের জানার অধিকারের প্রথম পদক্ষেপ এই আইনটি পাস হওয়া। যেহেতু এই আইনটি প্রণয়নের জন্য আমরা দাবি জানিয়েছিলাম, এখন আমাদের মূল দাবি হওয়া উচিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন। তথ্যদাতা ও যারা তথ্য চাইবে, তারা কেউই এখনো আইনটির বিষয়ে অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও সুযোগ সম্পর্কে ভালোভাবে কিছু জানে না। এর আগে বিভিন্ন ফোরামের আলোচনা থেকে উঠে এসেছে যে, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নকারী বিভিন্ন দেশের তথ্য কমিশন ও তথ্যদাতা সংস্থা বা তথ্য সরবরাহকারী পক্ষগুলো কিভাবে কাজ করছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কিভাবে তারা তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, সে সম্পর্কে বাংলাদেশের জানার অনেক কিছু আছে। অর্থাৎ ঐসব দেশের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজন রয়েছে।

আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করা খুব জরুরি। আর সেই কারণে ৩০টি সংস্থা ও ব্যক্তির সমন্বয়ে, গঠিত তথ্য অধিকার ফোরাম দু'দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ইতোমধ্যেই যেসব দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হয়েছে তাদের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মতবিনিময় করা।

আশা করা যায়, এই সম্মেলন জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সরকার, নাগরিক সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের একত্রিত করবে।

মন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য অধিকার ফোরামের উদ্যোগে তথ্য অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন "Right to Information: Law, Institution and Citizens" অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সুশাসন, উন্নয়ন এবং শান্তির অন্যতম ভিত্তি হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ। বর্তমান সরকার মানুষের জানার অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ পাস করেছে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। আমি আশা করি, এই সম্মেলনে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্টরা আরো অধিকার নিয়ে জনগণের সেবা করতে পারবে।

আমি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি।

আবুল কালাম আজাদ

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বাণী

বাংলাদেশ সরকার গত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন পাস করেছেন। জনকল্যাণমূলক এই আইন পাস করার জন্য আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারকে। জনগণের জানার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখে আসছি, তা পূরণের সময় এসেছে আজ। আইন প্রণয়ন এই স্বপ্নপূরণের প্রথম পদক্ষেপ। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আমরা পেতে পারি একটি গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

এই আইনের খসড়া তৈরি করা, একটি মানসম্মত আইন প্রণয়নে প্রচার-প্রচারণা চালানো, সরকারের সাথে লবি করা, এরকম একটি আইনের গুরুত্ব জনগণকে অনুধাবন করানো—এসব কাজে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো গণমাধ্যম কর্মী, শিক্ষক ও আইনজীবীরা সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশেষত তথ্য মন্ত্রণালয় এ আইনের খসড়ার ওপর জনগণের মতামত আহ্বান করেছিল।

এ আইন বাস্তবায়নের সময় অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য কিভাবে চাইতে হবে, সে বিষয়ে মানুষকে অবহিত করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের জানাতে হবে তাদের আইনগত বাধ্যবাধকতার কথা।

৩০টিরও বেশি সুশীল সমাজের সংগঠন ও ব্যক্তির সমন্বয়ে তথ্য অধিকার ফোরাম গঠন করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই ফোরাম আইনটির বাস্তবায়ন মনিটর করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। তথ্য অধিকার ফোরামের উদ্যোগে আজ থেকে শুরু হচ্ছে তথ্য অধিকার বিষয়ক ২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন ভারত, পাকিস্তান, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত তথ্য কমিশনার এবং তথ্য অধিকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। আমরা আশা করবো প্রণয়নকারী দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন ও এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।

সবশেষে আমরা আশা করবো তথ্য অধিকার আইন যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গোপনীয়তার সংস্কৃতির পরিবর্তে তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি চালু হবে এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে।

শাহীন আনাম

নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নেয়া কিছু উদ্যোগ

নাগরিক সমাজের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ১৯৯৯ সালে, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)-এর সহযোগিতায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট এরকম বেশ কয়েকটি মানবাধিকার ভিত্তিক সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তথ্য প্রাপ্তি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ঢাকায় তিন দিনের একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল। তখন থেকে কিছু এনজিও, সুশীল সমাজের অনেক সদস্য, গণমাধ্যম পেশাজীবী ও আইনজীবীরা এ বিষয়ে কথা বলে আসছেন।

এরপর জুলাই ২০০৫, বাংলাদেশে তথ্য প্রবেশাধিকার কি পর্যায়ে আছে, এ সংক্রান্ত একটি মূল্যায়ন ও জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সেপ্টেম্বর ২০০৫, 'বাংলাদেশে তথ্য অধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ : চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবতা' শীর্ষক এক সেমিনারে বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে এমজেএফের পক্ষ থেকে একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

ডিসেম্বর ২০০৫, CHRI, দিল্লীর সহযোগিতায় 'তথ্য অধিকার : জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষিত' শিরোনামে দুদিনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে কর্মীরা যোগ দিয়ে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সম্মেলনে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মে ২০০৬, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) তিনটি কোর গ্রুপ তৈরিতে সহায়তা করে। আইন বিষয়ক কোর গ্রুপ তথ্য অধিকার আইনের খসড়া তৈরির দায়িত্ব নেয়। বৃহত্তর পরিসরে এটি জানানো এবং জনগণের কাছ থেকে মতামত পাওয়ার লক্ষ্যে এমজেএফ তাদের ওয়েবসাইট এবং একটি জাতীয় দৈনিকে খসড়া আইনটি প্রকাশ করে।

সেই সময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ ও বৈঠক শুরু হয়।

মার্চ ২০০৭, আইন বিষয়ক কোর গ্রুপ খসড়া আইনটি আইন, বিচার ও সংসদ এবং তথ্য উপদেষ্টার কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করে। অগ্রগতি জানার জন্য এই কোর গ্রুপের সদস্যরা একাধিকবার আইন উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসেম্বর ২০০৭, এমজেএফ 'গণতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এ সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আইনের খসড়াটি চূড়ান্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে পেশ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। ১৮ জুন ২০০৮, উপদেষ্টা পরিষদ খসড়াটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করার পর ২১ আগস্ট ২০০৮, 'তথ্য অধিকার ফোরাম' যাত্রা শুরু করে। ৩০টিরও বেশি সংগঠনের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ব্যক্তি এই ফোরামের সদস্য। এমজেএফ এই ফোরামের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। এমজেএফ 'তথ্য অধিকার : নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার' আদায়ের লক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮, উপদেষ্টা পরিষদ অধ্যাদেশটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করার পর ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ পাস করে।

একনজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সম্পূর্ণ নাম : তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন
- এটি ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২০তম আইন
- বিশ পৃষ্ঠার এই আইনে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে
- আইনের মাধ্যমে তথ্য লেনদেনে তিনটি পক্ষ চিহ্নিত হয়েছে : প্রথম পক্ষ বা তথ্য চাহিদাকারী, দ্বিতীয় পক্ষ বা তথ্য প্রদানকারী, তৃতীয় পক্ষ, যার কাছ থেকে প্রয়োজনে দ্বিতীয় পক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে প্রথম পক্ষকে দেয়
- আইনে সরকারী ও বিদেশী অনুদানপ্রাপ্ত বা পাবলিক ফান্ড ব্যবহারকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যেকোন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
- এই আইন দ্বারা সরকারের ৮টি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ইউনিট ও সেলকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে
- এই আইনে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে
- ২০টি পরিস্থিতিতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া নোটশীটকে তথ্যের সংজ্ঞার বাইরে রাখায় অনেক সিদ্ধান্ত জানা যাবে না
- এই আইনের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির বা সমস্যা সৃষ্টির জন্য শাস্তি হিসেবে জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এছাড়াও ২৭(৩)-এ ক্ষতিপূরণ ও বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে
- এই আইনে তথ্য প্রদানের ব্যাপারে তথ্য কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। তবে সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে
- এই আইনের ৮, ২৪ ও ২৫ ধারা ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর হবে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য ধারাগুলো ২০ অক্টোবর ২০০৮ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিধিমালা প্রণয়নে নাগরিক সমাজের প্রস্তাব

নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম কর্মী, শিক্ষাবিদ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পক্ষে দাবি জানানোর পাশাপাশি একটি খসড়া তথ্য অধিকার আইন তৈরি করেছিল ২০০৬ সালে। মূলত ল' কমিশনের কার্যপত্রের ওপর ভিত্তি করে খসড়া আইনটি তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই খসড়া আইনটি বৃহত্তর পরিবেশে প্রচার করে মতামত সংগ্রহ করা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আইনটি জমা দেয়া হয়েছিল।

অবশেষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে গত ২৯ মার্চ, ২০০৯ জনগণের জানার অধিকারের প্রথম পদক্ষেপ এই আইনটি পাশ হওয়া। এখন আমাদের সবার মূল দাবি হচ্ছে আইনের বাস্তবায়ন।

আর এই বাস্তবায়নের কাজটিকে সহায়তা করার জন্য সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের কাছে কিছু ইতিবাচক প্রস্তাবসহ সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। আইনকে কার্যকর করতে গিয়ে যে বিধিমালা সরকার প্রণয়ন করবে, তার ইতিবাচক দিকটির ওপর নির্ভর করবে আইনের কার্যকারিতা। আইনটি কার্যকর করার জন্য একটি কাঠামো দাঁড় করাতে হবে প্রথমে, সরকার বর্তমানে আইনটি প্রয়োগযোগ্য করার লক্ষ্যে বিধিমালা তৈরির কাজ করছে।

সুশীল সমাজ কর্তৃক দেয়া বিধিমালার উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাবনা

প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, বেতন এবং ভাতাদি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

- প্রধান তথ্য কমিশনারের পদমর্যাদা, বেতন, ভাতাদি এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের অনুরূপ হইবে।
- তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, বেতন, ভাতাদি এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের অনুরূপ হইবে।

পরিদর্শনের আবেদন বিধিমালায় প্রস্তাব রাখা হয়েছে–

- আবেদনকারী (প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) কাগজপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার পছন্দমত একজন সাহায্যকারী নিয়ে আসতে পারিবেন।

গ্রেফতার, বন্দী অবস্থায় জীবন-মৃত্যু এবং কারাগার থেকে মুক্তির তথ্য সম্পর্কিত আবেদন বিধিমালায় বলা হয়েছে–

- ধারা ৯(৪) এর বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তির গ্রেফতার, বন্দী অবস্থায় জীবন-মৃত্যু এবং কারাগার হইতে মুক্তির তথ্যের জন্য আবেদন করিবার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তাহার আবেদনে উহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ধারা ৯(৪) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীর আবেদন উদারভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় আবেদনকারীর পক্ষে সর্বোত্তম উপকারী হয় এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

সরকারি কর্তৃপক্ষের তালিকার প্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

প্রস্তাবিত বিধিমালায় প্রদত্ত ফরম ১ অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইনে ২ (খ) ধারায় বর্ণিত কর্তৃপক্ষের একটি তালিকা সরকার প্রকাশ করিবে।

তথ্য অধিকার আইন
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

নেটওয়ার্ক তৈরি

- তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে দাবি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের একত্র করার উদ্যোগ নিয়েছে এমজেএফ। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ তৈরি করা হয়েছে।
- এমজেএফ এবং এর সহযোগীরা মনে করে তাদের সকল প্রকল্প ও কর্মসূচিতে তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে

প্রকাশনা

- তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯টি কেমন, এর সবল ও দুর্বল দিকগুলো কী, কিভাবে জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আইনটিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করবে ইত্যাদি বহুমাত্রিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন 'তথ্য অধিকার কর্মীর হ্যান্ডবুক' নামে একটি ম্যানুয়েল প্রকাশ করেছে। ম্যানুয়েল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য অধিকার বিষয়টিকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এনজিওদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ● প্রকাশ করা হয়েছে একটি বুকলেট– "তথ্য অধিকার আইন : সহজ পাঠ"। তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এর বিভিন্ন দিক বিশেষ করে তথ্য প্রদান করা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার দিকটি সহজ করে দেখানো হয়েছে বুকলেটটিতে। ● আরো একটি বুকলেট প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে কেমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে তার ওপর। ● এছাড়াও প্রকাশ করা হয়েছে একটি চার্ট, যেখানে ল' কমিশনের কর্মপত্র থেকে শুরু করে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন খসড়া আইনগুলো তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে। ● এইচআরআই-এর 'ওপেন সিসেমি: কমনওয়েলথ তথ্য অধিকার বিষয়ে দৃষ্টিপাত' শীর্ষক প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ফেলে বাংলায় অনুবাদ করে এমজেএফ। ● আমার তথ্য জানার অধিকার - বই, আপনারও রয়েছে তথ্য পাবার অধিকার – বই (অনুবাদ), তথ্য অধিকার বিষয়ক ভিডিও থিম সং, ● সিএইচআরআই-এর বই 'তথ্যের অধিকার' থেকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিক প্রকাশনা, ● সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দৈনিক সংবাদপত্রে স্পট বিজ্ঞাপন, ● তথ্য অধিকারের বিষয় তুলে ধরে সচেতনতামূলক বই প্রকাশ, ● বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠান ও টক শো'র আয়োজন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor